# ‘আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র নিয়ে অনেক খেলা খেলেছে...’

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। অ ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিজ দলেও। বলা হয় পলিসি মেকারদের মধ্যে অন্যতম। ঘটমান সময়ে আলোচিত বিষয়সহ নানা দিক নিয়ে বেশ খোলামেলা কথা বললেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

***সাপ্তাহিক ২০০০ : আজকে ওষুধনীতি হলো।***

**খন্দকার মোশাররফ :** হ্যাঁ, স্বাধীনতার পর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ওষুধনীতি হলো। অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, আইয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ নীতির ফলে স্বাস্থ্য খাতে গতিশীলতা বাড়বে। দেশেই চাহিদার ৯৬ শতাংশ ওষুধ তৈরি হয়। ৩০০ কোটি টাকার ওষুধের অর্ডার দিয়েছে শ্রীলঙ্কা।

***২০০০ : রাজনৈতিক কিছু বিষয় নিয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইবো। মৃত্যুদন্ড মওকুফ হওয়া সুইডেন প্রবাসী মহিউদ্দিন ঝিন্টুকে নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হচ্ছে।***

**মোশাররফ :** মৃত্যুদন্ড মওকুফের ব্যাপারে আমাদের আইনমন্ত্রী পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটাই আমাদের বক্তব্য। যেকোনো মৃত্যুদন্ড মওকুফের ক্ষমতা মহামান্য প্রেসিডেন্টের আছে। সংবিধান তাকে এ ক্ষমতা দিয়েছে। মহিউদ্দিন ঝিন্টুর মামলার বিচার হয়েছে সামরিক আদালতে। সামরিক আদালতের বিচারের রায়ের পর আপিল করার কোনো সুযোগ থাকে না। এর আগেও সাজাপ্রাপ্ত আসামি আদালতে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমা পেয়েছে। সে অনেক দিন পর এসে ক্ষমা চেয়েছে। রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবেই তাকে ক্ষমা করেছেন। সে কারণে এখানে আমার ব্যাখ্যা দেয়ার কিছু নেই। সংবিধান ও আইনে যা হয় তাই হয়েছে।

***২০০০ : সামরিক আদালতের রায়ের পর প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে বিরোধী দল স্বাগত জানিয়েছে। তারা দাবি তুলেছে, একইভাবে পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করতে হবে।***

**মোশাররফ :** ঠিক আছে, তারা বিষয়টি সংসদে এসে উত্থাপন করুক। আমরা সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবো।

***২০০০ : বিরোধী দল বলেছে আপনারা সংসদে উত্থাপন করলে তারা সম্মতি দেবেন।***

**মোশাররফ :** দাবি যেহেতু তারা করেছে তাই তাদেরই উত্থাপন করা উচিত। এ বিষয়ে বাইরে অযথা কথা না বলে সংসদে এসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে উত্থাপন করুক। আমরা তখন দেখবো। যেহেতু সংবিধান পরিবর্তনের প্রশ্ন আসছে, তাই সংসদে এসেই তাদের বক্তব্য দেয়া উচিত।

***২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের রূপরেখা বিরোধী দল দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের মূল্যায়ন কী?***

**মোশাররফ :** সংস্কারের যে দাবি বিরোধী দল আওয়ামী লীগ উত্থাপন করেছে, তাতে দফা- উপদফা মিলে ৫৬টি। একটি দল কীভাবে ৫৬টা দফা দিয়ে সরকারি দলের কাছে দাবি উত্থাপন করতে পারে- সেটাই আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। প্রথম কথা হলো, ৫৬ দফা দাবি উত্থাপনে এটাই প্রমাণ করে তারা এ দাবি সম্পর্কে আন্তরিক নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, ৫৬ দফার মধ্যে তিনটি অধ্যায়। একটি অধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপতি সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করবেন। এটা সম্পূর্ণ অবান্তর।

এটা কখনোই হয়নি। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমরা যদি ফেরেস্তাকেও মনোনয়ন দিই, বিরোধী দল তা মানবে না। আবার তারাও যদি কাউকে দেয়, তখন আমাদের পক্ষে থেকেও বিরোধিতা করা হবে।

আর প্রেসিডেন্ট যদি এ ধরনের কাউকে না পান তখন কী হবে, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তত্ত্বাবধায়কের যে বিলটি পাস হয়েছে, সেখানে দেখেন কতোগুলো বিকল্প দেয়া আছে। প্রথমে আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তিনি রাজি না হলে আপিল বিভাগের বিচারপতি হবেন। তিনিও রাজি না হলে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এভাবে অনেক অপসন দেয়া আছে।

***২০০০ : সেখানেও শেষ অপসন কিন্তু আছে সবদল মিলে একজনকে নির্ধারণ করার?***

**মোশাররফ :** হ্যাঁ, সব দলের সম্মতিতে একজন হবেন। তারপরও বলতে হবে, অনেকগুলো অপসন দেয়া আছে। একজন রিকশাওয়ালা, মজুরও বলবে বিএনপি-আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে একমত হবে না। ১০৫ দলের একমত হওয়া তো দূরের কথা। অতএব এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রস্তাবে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র আছে। কেননা, আমরা যে সরকারে আছি তা ৫ বছর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসানে যাবে। এটা সংবিধানের কথা। সেই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেসিডেন্ট সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগ হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এবং আমাদের কাছে সাবেক বিচারপতিও আছেন। তাই এ সরকারের অবসান লগ্নে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্রিয়েট হবে। কিন্তু বিরোধী দলের প্রস্তাব মতে, এ সরকারের অবসানের পর সর্বসমর্থিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ ব্যাপারটা তখন প্রেসিডেন্টের থাকবে না, থাকবে রাজনৈতিক দলের। এটা তো আগেও বললাম, বিএনপি-আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে একমত হতে পারবে না। অতীতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই প্রেসিডেন্ট ওই রকম লোক না পেলে তখন

কী হবে? একেই সাংবিধানিক শূন্যতা এভাবে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করে বিরোধী দল ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। এ ইস্যুতে আমি বলি তারা আন্তরিক নয়। যে কোনো দাবিনামা প্রথম দফায় যদি বাস্তবায়ন না হয়, তবে পরের দাবিগুলো অবান্তর হয়ে পড়ে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তারা যা বলছে তাতে আমরা একমত। কালো টাকার মালিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, কালো টাকার মালিক কে? এটা কী বাংলাদেশী কেউ জানে? বাংলাদেশে কালো টাকার মালিক কী একজন আছে? কেন এ দেশে কোনো পদ্ধতি নেই কালো টাকার মালিক কে এটা নির্ধারণ করার! এরপর আছে সন্ত্রাসী, তারা ইলেকশন করতে পারবে না। এটাও কীভাবে নির্ধারণ করা হবে? বর্তমান পদ্ধতিতে আছে, যে ব্যক্তি ২ বছর জেল খেটেছে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তার মানে বিচারে সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু আইনে যদি কারো বিচার না হয়, কাউকে দোষীসাব্যস্ত না করা হয়, সংবিধানমতে তাকে কেউ দোষী বলতে পারবে না। ফলে সন্ত্রাসী কাকে বলা হবে। সন্ত্রাসীর কোনো ডেফিনেসন নেই। এরপর আছে ব্যাংক ডিফল্টারের কথা। এটা অবশ্য আইনেই আছে। তারা আরো একটি দাবি করছে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের কথা। আমার তো মনে হয় এটা এক সময় এমনিতেই হবে। কিন্তু এখন এটা কি সম্ভব? ভারতে কি একবারেই সম্ভব হয়েছে? তাই এ রকম অবাস্তব ৫৬ দফা আমাদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য-হাস্যকর মনে হয়েছে।

৫৬ দফা উত্থাপনকারীদের অন্যতম হলো আওয়ামী লীগ। এই আওয়ামী লীগ তো এক সময় ৬ দফা দাবিও তুলেছিল। সেখানেও তারা সফল হতে পারেনি। এ দেশের মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধ করে এক দফা বাস্তবায়ন করেছে। যারা ৬ দফা বাস্তবায়ন করতে পারেনি তারা কীভাবে ৫৬ দফা বাস্তবায়ন করবে? এটা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়।

***২০০০ : '৯০-এর গণআন্দোলন বিএনপি-আওয়ামী লীগ একসঙ্গে করেছে। তখন কিন্তু ঐকমত্যের ভিত্তিতেও একজনকে সরকার প্রধান করেছিলো। তখন সেটা বাস্তব হলো কিন্তু এখন সেটা হাস্যস্পদ হয় কি?***

**মোশাররফ :** না তখন হয়নি, সে সময়ে হয়নি। এটা ভুল, রং। তখন আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমরা বহুজনের কথা আলোচনা করেছি। একমত হতে পারিনি। আমরা একজন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করতে পারিনি। আমরা প্রধান বিচারপতি পদকে নির্ধারণ করেছি। পরবর্তীতে এটা সংসদে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে স্থির করেছি। প্রধান বিচারপতি কে হবেন এটা তো প্রক্রিয়ার ব্যাপার। প্রধান বিচারপতি কখন কে হবেন এটা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোনো কথাই থাকে না।

আরো একটা বিষয়, এই পদ্ধতিতে পরপর ৩টি নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে। এই নির্বাচনগুলোতে জনগণ ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ পন্থি মনে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রেসিডেন্ট, নির্বাচন কমিশনার এবং সেনাপ্রধান এই ৪টি পদে বসিয়েছেন। এই ৪ ব্যক্তি নির্বাচনে যদি সামান্যতম প্রভাব ফেলতে পারতো তাহলে বিএনপি জোট ২১৬ আসন, মানে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে নির্বাচিত হতে পারতো না। এটা আমাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলাম। সে সময় আমাদের পছন্দ মতো চিফ ইলেকশন কমিশনার করেছিলাম। আমাদের পছন্দমতো সেনাপ্রধান-করেছিলাম। আমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিল। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এসেছিল নিয়মমত। তাদের তো আমাদের লোক মনে করেছিলাম। কিন্তু '৯৬তে আমরা হেরে গেলাম।

এই চার ব্যক্তি যদি কোনো রকম প্রভাব ফেলতে পারতো, তাহলে আমরা নির্বাচনে পরাজিত হতাম না। তাই এরা কোনো বিষয়বস্তু নয়। নির্বাচনের ব্যাপারে এদের কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা হচ্ছে এ দেশের জনগণের। এ দেশের জনগণ যাকে চায় তাকে ক্ষমতায় আনে। '৯১তে বিএনপিকে দিয়েছে। '৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে দিয়েছে আবার ২০০১ সালে বিএনপি জোটকে এনেছে। আজকে যারা তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু নিয়ে বিতর্ক তুলছে এই ব্যাপারটা তারাও ভালোভাবে জানে। এটা কোনো ইস্যু নয়, সোজা হিসাব।

আওয়ামী লীগ অনেক চেষ্টা করেছে আমাদের হটাবার। ডেডলাইন দিয়েছে। ট্রাম্পকার্ডের কথা বলেছে। জোট ভাঙার চেষ্টা করেছে। তাদের সব রকম পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন অযৌক্তিক দাবি তুলে মাঠ গরম করছে। গতবার তারা ৫৯টি সিট পেয়েছিল। সে সংখ্যাই তারা ধরে রাখতে পারছে না। একটি আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। এখন ৫৮টি। এবার দেখা যাবে, তাও পাচ্ছে না। আর এটা হলে তাদের সব সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। প্রথমে ইফেকটেড হবেন শেখ হাসিনা। কেননা, তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব নিয়েও জনমনে প্রশ্ন উঠবে। সে জন্য আওয়ামী লীগ ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছে নির্বাচনে গেলে পরাজয় নিশ্চিত। তাই নির্বাচন না করে একটি আন্দোলন করে সেটা কর্মীদের দেখাচ্ছে আমরা নির্বাচনে যাইনি, নির্বাচনে গেলে ভালো করতাম।

***২০০০ : বিষয়টি এমন যদি দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে গেলো না, তখন কী হবে?***

**মোশাররফ :** এ প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করে, তখন আমরা কী করবো? এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা তখন ক্ষমতায় থাকবো না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আমরা য- আওয়ামী লীগও তা। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নেবো নির্বাচন করবো কি না? আমি বলতে পারি যেহেতু আমরা গণতান্ত্রিক একটি দল, সেহেতু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো। আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত যদি নেয় নির্বাচন করবে না, তখন আমরা কিছু বলতে পারি না, আমরা বিরোধী অপর দলকে চাপ সৃষ্টি করতে পারি না, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন থাকবেন। তিনি কি করবেন এটা তার হেডেক। আমাদের না। বিরোধী দল মনে করে আমরা সরকারে থেকে গেলেও নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলবো। এটা তো প্রশ্নই ওঠে না।

***২০০০ : তাহলে কি বলবো বিরোধী দল জনগণের ওপর আপনাদের মতো আস্থাশীল নয়? তারা গণতান্ত্রিক নয়?***

**মোশাররফ :** আওয়ামী লীগ বহুবার গণতন্ত্রের কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করে তারা বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে নিয়ে অনেক খেলা খেলেছে। কিন্তু এখন তারা আর পারবে না। এখন বিএনপির মতো একটি গণতান্ত্রিক পার্টি হয়েছে। অতীতে পেরেছিল, তখন বিএনপি ছিল না। তাই বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন তা সম্ভব নয়।

**রাষ্ট্রপতি সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করবেন। এটা সম্পূর্ণ অবান্তর**

***২০০০ : বিএনপির সফলতা বলতে বলা হলে কী বলবেন?***

**মোশাররফ :** প্রথমেই বলবো আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আওয়ামী লীগ এটাকে হত্যা করেছিল, আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। দ্বিতীয়ত বলা যায়, শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি আছে। প্রাইমারি শিক্ষার বিস্তারসহ সব ধরনের শিক্ষায় অগ্রগতি এনেছি। নকলমুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা আছে। আমাদের মতো গরিব একটি দেশে ৯৭ শতাংশ প্রাইমারি শিক্ষা পৌঁছে দিয়েছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বৈষম্য দূর করতে পেরেছি। এর মাধ্যমে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি।

সন্ত্রাস দমনে আমাদের সফলতা অতুলনীয়। দেশে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল, গডফাদারদের দৌরাত্ম্য যে ভাবে বেড়েছিল, তা নির্মূল করতে পেরেছি।

এছাড়াও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছি। যারা যেভাবেই আমাদের সমালোচনা করুক, বিরোধিতা করুক তাদের ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ নাই। আমরা আমাদের আকাশকে মুক্ত করে দিয়েছি।

***২০০০ : আপনার মন্ত্রণালয়ের সফলতা কি কিছু আছে?***

**মোশাররফ :** মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা হয়েছিল, ৮টি মিলিনিয়াম গোল আছে এর মধ্যে ৩টি স্বাস্থ্যখাতের গোল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমরা তিনটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে অগ্রগামী। মায়ের মৃত্যু হার ১ লাখ ৩২০ জনে নামিয়ে এনেছি, যেখানে ভারতে ৪৭০ জন। একইভাবে শিশু মৃত্যুর হারও কমিয়ে এনেছি। এইচআইভি এইডসে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে আছি। অথচ ভারতে ৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন এইচআইভি রোগীর কথা রেকর্ডে আছে। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সর্বাগ্রে।

আমাদের দেশ পলিওমুক্ত করেছি। দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইপিআই কর্মসূচি ৮৫ শতাংশ কাভারিং কান্ট্রি হিসেবে এগিয়ে আছি।

**সন্ত্রাস দমনে আমাদের সফলতা অতুলনীয়। দেশে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল, গডফাদারদের দৌরাত্ম্য যে ভাবে বেড়েছিল, তা নির্মূল করতে পেরেছি**

সে জন্য স্বাধীনতার পর যেখানে গড় আয়ু ছিল ৪৩ বছর আজ সেখানে ৬২ বছরে উন্নীত করতে পারছি।

***২০০০ : দেশে বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম খুবই অপ্রতুল।***

**মোশাররফ :** হ্যাঁ, আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে থাকলেও উন্নত দেশের চাইতে পিছিয়ে আছি। আমরা সে দিকেও নজর দিচ্ছি। অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অলরেডি বিদেশী বিনিয়োগ ডেকে আনতে পারছি। অ্যাপোলো অলরেডি চলে এসেছে। বিশেষায়িত রোগের ব্যাপারে কাজ করছি। আমরা ব্যাংককের গুং গ্রেগ হাসপাতাল স্কয়ারের সঙ্গে পান্থপথে বিরাট বড় হাসপাতাল করছি। সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানকেও শক্তিশালী করছি। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, হৃদরোগ ফাউন্ডেশনগুলোতে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। টারসিয়ারি যেগুলো বিশেষায়িত রোগের চিকিৎসার জয়েন্টভ্যাঞ্চারে বিদেশী বিনিয়োগ আনছি।

***২০০০ : আমাদের স্বাস্থ্য সিস্টেম ভালো বা শক্তিশালী বলছেন অনেকে এটার সঙ্গে একমত হননি। প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা ৮৫ শতাংশ কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় সেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই।***

**মোশাররফ :** আমি একটা প্রমাণ, উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আমাদের স্বাস্থ্য সিস্টেম কতটা ভালো। ইদানীং মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে মুম্বাইতে একটা বন্যা হয়েছে। সেখানে মাত্র ৩ দিন পানি জমে ছিলো। যেহেতু সমুদ্রের পাড়ে তাই পানি নেমে গেছে। এ পর্যন্ত জানা গেছে ৯০ জন মারা গেছে কলেরায়। মিডিয়া বলছে মহামারি আকার ধারণ করছে। আর আমাদের বাংলাদেশ গত বছর ২০০৪ সালে পানির নিচে ডুবেছিল ২১ দিন। সবাই বলেছে এদেশে মহামারি হবে। কিন্তু কোনো মহামারি হয়নি, কোনো ডায়রিয়া, কলেরা হয়নি। এতেই প্রমাণ হয় আমাদের স্বাস্থ্য খাতটা কত স্ট্রং। সব জায়গায় ডাক্তার উপস্থিত ছিলো। কোনো মানুষকে বিশেষ করে ঢাকাবাসীকে সিটি কর্পোরেশনের পলুউটেড পানি খেতে হয়নি। আমাদের সরকার যে স্বাস্থ্য সচেতন তারই সাক্ষ্যবহন করে। আমাদের সরকারের ম্যাকানিজম কত স্ট্রং এতো বড় ওয়াটার বন্ড ক্ষেত্রে সফল হয়েছি।

***২০০০ : আইন হয়েছে প্রকাশ্যে ধূমপান করা যাবে না। করলে ৫০ টাকা ফাইন। এই কার্যক্রমটি চোখে পড়ছে না।***

**মোশাররফ :** চোখে ভালোভাবেই পড়ছে। আমরা আইন করেছি, তবে বিধি এখনও করিনি। এর মধ্যে মানুষের সচেতনতার কারণে অর্ধেক বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন বাস-ট্রেনে আর কেউ ধূমপান করে না। আমরা পুলিশ দিয়ে ঠেকাইনি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আজকে কোনো টেলিভিশন চ্যানেল ধূমপানের বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। রাস্তায় একটাও বিলবোর্ড চোখে পড়বে না। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন যাচ্ছে না। আমি তো বলব আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছি।

***২০০০ : নির্বাচনী ইশতেহারে ছিলো বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হবে। ৪ বছরে হলো না, আর এক বছর আছেন, এর মধ্যে কি হবে?***

**মোশাররফ :** আমরা অনেকাংশে এ ব্যাপারে অগ্রগামী। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ একবার বললেই বলা হয় না। বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ, আমরা আইন করে বিচার পরিচালনার জন্য যে জনবল, নিয়োগের ব্যাপারে, আগে যেটা নেওয়া হতো পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এখন পরিবর্তন করে আলাদা একটা কর্ম কমিশন করেছি। যেটার নাম বিচার বিভাগীর কর্ম-কমিশন। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এটা বিচার বিভাগীয় কর্ম-কমিশন। এই বিচার বিভাগের জন্য আলদাভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে লোকবল নিয়োগের ব্যাপারে। এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। এটা আমরা আইন করেছি।

***২০০০ : আমার কথা ছিলো, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যাপারে উচ্চ আদালত থেকে একটি নির্দেশাবলী দিয়েছিল সংসদের বিবেচনার জন্য। সেই নির্দেশনাবলীর ওপর মন্ত্রিপরিষদ কাঁটাছেঁড়া করে। এতে উচ্চ আদালত ক্ষিপ্ত হয়। এই ব্যাপাটাকে অনেকে বলছেন, বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কৌশল ব্যবহার করছে। তারা বিচার বিভাগকে পৃথক করতে চাইছে না।***

**মোশাররফ :** এটা হলো স্টোরি। স্টোরি মেক করেছে। যারা এসব বলে তারা ঠিক বলে না। এগুলো হলো অবান্তর কথা।

***২০০০ : সচিব মহোদয়দের দাঁড় করে রেখেছিলেন।***

**মোশাররফ :** এগুলো স্টোরি।

***২০০০ : ওই দিন আদালতে আমি ছিলাম।***

**মোশাররফ :** তাহলে আপনিও স্টোরি টেলিং করেছেন। জাস্ট এ স্টোরি। সচিব মহোদয়দের অন্য ব্যাপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এটার সঙ্গে বিচার বিভাগের পৃথকের কোনো সম্পর্ক নাই। এখানে সুপ্রিম কোর্টের লিখে দেওয়ার সুযোগ নাই। এটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। সচিবদেরও এখানে কার্টেল করার সুযোগ নেই। সচিব কমিটির মিটিংকে নিয়ে তারা একটা প্রশ্ন তুলেছিল।

***২০০০ : আদালত কিন্তু বিষয়টিকে আদালত অবমাননার শামিল বলছিল।***

**মোশাররফ :** তাহলে তাদেরকে শোকজ করে নাই কেন?

***২০০০ : শোকজ করেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে আদালতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সচিব মহোদয়দের।***

**মোশাররফ :** তাহলে শাস্তি দেয়নি কেন?... হাইকোর্ট থেকে মার্ডারের আসামিরা বেল নিয়ে আসছে। এটা সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্ট করতেই পারে। সচিবদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এটা তাদের ব্যাপার কিন্তু এটার সঙ্গে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কোনো সম্পর্ক নাই।

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের যে স্টেপ সেটা অলরেডি আমরা নিয়েছি। এটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। এটাতে কারো মতো ডিকটেশন হবে না।

***২০০০ : দুর্নীতি দমন কমিশন এখনো কাজ করতে পারছে না।***

**মোশাররফ :** এটা দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রশ্ন, তাদের করা যেতে পারে। এতদিন আপনারা বললেন স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন করার কথা, আমরা করে দিয়েছি। এখন এই কমিশনের ব্যাপারে মন্তব্য করার বা এনালাইসিস করার কোনো অধিকার নেই। কারণ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন তৈরি করে দিয়েছি এখন তারা যদি স্থবির হয়, কাজ না করে সে ক্ষেত্রে আমাদের বা সরকারের তো কিছু করার নেই।